অ্যান এক্সিবিশন অন এনিথিং এন্ড এভরিথিং

স্পট : সোনারগাঁও হোটেল

গত ১২, ১৩ ও ১৪ জুলাই প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী ভিন্নধর্মী দু'টি বাণিজ্য প্রদর্শনী। একটি ছিল 'মিডমিক্স ২০০১', অন্যটি 'এডিম এক্সপো ২০০১'। দু'টিরই আয়োজক ছিল কনফারেন্স এন্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (CEMS)। মোট ৪৩টি প্রতিষ্ঠান এ প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। আয়োজকরা একে আখ্যায়িত করেছেন 'অ্যান এক্সিবিশন অন এনিথিং এন্ড এভরিথিং' হিসেবে। এডিম এক্সপো ছিল মূলত শিক্ষা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে। ১৩ জুলাই শুক্রবার হওয়ায় ঐদিন ভিড় ছিল অন্যদিনের চেয়ে বেশি। ঐদিনের ঘটনাবলী নিয়েই ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন... লিখেছেন **পরাগ আজিম** ও **তাউস রানা**

৯.৪৫: প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সম্মুখ দিক। একটার পর একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামছে। প্রদর্শনী কেন্দ্রের গেট এখনো খোলেনি। মানুষের ভিড় বাড়ছে, বাইরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। দর্শনার্থী, ক্রেতা, স্টল মালিক এবং আয়োজক সবাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। দর্শনার্থীদের মধ্যে কৌতূহল ভাব। কি আছে ভেতরে?

১০.০০ : গেট খুলেছে। অপেক্ষমাণ লোকজন একে একে ভেতরে ঢুকছে। গেটের মূল প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছেন ২ জন সিকিউরিটি গার্ড। তারা সবাইকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। এজন্য ভেতরে ঢুকতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।

১০.৩০ : প্রদর্শনী গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়লো আয়োজক প্রতিষ্ঠান 'সেমস'-এর কাউন্টার। সামনে যে স্টলগুলো দেখা যাচ্ছে সবই শিক্ষা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত। আয়োজকরা এ পাশটার নাম রেখেছেন 'এডিম এক্সপো ২০০১'। গেট দিয়ে ঢুকে বামপার্শ্বে যে স্টলগুলো রয়েছে এগুলো মূলত ভোগ্য ও সেবা পণ্য। সৌখিন সামগ্রীও রয়েছে। আয়োজকগণ এপাশটার নাম দিয়েছেন 'মিডমিক্স ২০০১'। এর সাবহেডে তারা একে উল্লেখ করেছেন 'অ্যান এক্সিবিশন অন এনিথিং এন্ড এভরিথিং' নামে। ইলেক্ট্রনিক্স, রেডিমেড গার্মেন্টস, হ্যান্ডি-ক্রাফটস, শোপিস, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, সিমেন্ট, পানির কল থেকে শুরু করে দুধ, ঠান্ডা পানীয় এবং আচার জেলির স্টলও রয়েছে এখানে।

ওয়াও : এতো আধুনিক সুবিধা!

১১.০০ : ছেলেদের একটি দল দেখা যাচ্ছে। হাসান, ইকবাল ও সঞ্জীব মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র। রাজীব ও সিরাজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের। বিদেশে পড়াশোনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই তারা এসেছেন প্রদর্শনীতে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম-

: দেশে ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন। বিদেশের প্রতি এত

আগ্রহ কেন?

: বিদেশে পড়াশোনার সুবাদে ঐ দেশে যদি ইমিগ্রান্ট হওয়া যায় এ আশায়।

১১.১৫ : আফতাব বহুমুখী ফার্মের স্টল। এই স্টলে তরল দুধ, দধি কিনছে অনেকে। এখানকার মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ সাইদুল ইসলাম ও রাজিউল ইসলামের সঙ্গে কথা হলো।

: প্রদর্শনীতে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্য কী?

: প্রদর্শনীতে আসা লোকজনের নিকট আমাদের পণ্য প্রমোট করা।

: বিক্রি তো হচ্ছে প্রচুর-

: তা ঠিক। আমরা ধারণা করেছিলাম প্রতিদিন ২/৩ হাজার টাকা বিক্রি হবে। কিন্তু গতকাল ১০,০০০ টাকার মতো বিক্রি হয়েছে। আজকে আরো ভালো বিক্রি হতে পারে।

১১.৩০ : স্টলের নাম ব্যাংটেক উলেন ড্রপার লিঃ। এখানে শুধু প্রদর্শিত হচ্ছে সোয়েটার ও পুলওভার। কথা হলো এখানকার কমার্শিয়াল অফিসার খালিদ বিল্লাহ্‌র সঙ্গে। তিনি বললেন 'এ পুলওভার সোয়েটারগুলো বিক্রির জন্য নয়। সবই বিদেশে রপ্তানির জন্য। এখান থেকে পছন্দ করে বিদেশী ক্রেতারা অর্ডার দেবে। এ পর্যন্ত আমরা স্পেনে ৫৪,০০০ এবং ইটালিতে ১২০০ পিস পুলওভার সাপ্লাইয়ের অর্ডার পেয়েছি।

১১.৪৫ : ইথারনেট কম্পিউটার স্টলটি থেকে এইমাত্র একজন লোক এলেন CEMS-এর কাউন্টারের সামনে। ভদ্রলোকের নাম জেলাল শফি। তিনি ইথারনেট কম্পিউটারেরও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তার অভিযোগ হলো 'ডেলটা টেল নেট সার্ভিসেস' প্রতিষ্ঠানের নামে বাইরে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। অথচ ভেতরে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো স্টল নেই। এখানে লিফলেট বিলি করে দর্শনার্থীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলেই তার ক্ষোভ।

১২.০০ : প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে এই মাত্র বাইরে বের হয়েছে তুলি, কলি ও প্রিয়াংকা। তারা এসেছে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া থেকে।

: প্রদর্শনীতে কেন এসেছিলেন?

: আমরা ভেবেছিলাম এখানে শুধু কসমেটিক্স-এর মেলা হবে। কিন্তু এসে দেখি কসমেটিক্স-এর স্টল মাত্র ২টি। আমরা কসমেটিক্স সামগ্রী কিনতে এসেছিলাম। কিন্তু কেনা হয়নি।

১২.৩০ : সেমস-এর প্রধান নির্বাহী অফিসার মেহেরুন এন ইসলাম। তার সঙ্গে কথোপকথন-

: আপনাদের মূল কাজ কী?

মহিলাদের আকর্ষণ ছিল শাড়ির দোকান

গলা ভেজাচ্ছেন আগত দর্শনার্থী

: আমরা মূলত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আমরা বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করে থাকি। রপ্তানি প্রচারমূলক কার্যেরও ব্যবস্থাপনা করে থাকি আমরা। আমাদের একটি স্লোগান হলো, 'we serve you to serve others better'.

: এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য কী?

: মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের সাথে বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। এটা ডাইরেক্ট মার্কেটিং মিডিয়া। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। কিন্তু এখানে ক্রেতারা এসে সবকিছু দেখেশুনে, বুঝে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারা এক জায়গায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কমপেয়ার করে অধিকতর ভালো পণ্যটা গ্রহণ করতে পারবে। আমরা ইমিগ্রেশনকে পজিটিভলি নিচ্ছি। লোকজন এখানে এসে ইমিগ্রেশনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে।

১.০০ : একটি ছেলে প্রায় ২ ঘন্টা যাবৎ প্রদর্শনী স্থলে একা একা ঘুরছে। বেশ কয়েকটা স্টলেই দেখেছি। খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে ইন্সপিরেশন স্কুল অব ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি স্টলটির সামনে। কাছে এগিয়ে গেলাম। নাম মাহবুবুর রহমান রুবেল। সে তেজগাঁও কলেজে মার্কেটিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

: আপনাকে অনেক সময় ধরে প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে। তারপর আবার একা-

: দলবেঁধে এলে কোনো কিছু গভীরভাবে জানা যায় না। তাই একা এসেছি।

২.০০ : সাত্তার মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের স্টলে দাঁড়িয়ে এক তরুণী। তিনি সাত্তার মেটালের ম্যানেজার বলে নিজের পরিচয় দিলেন। নাম ফারহানা আফরোজ। সাত্তার মেটাল সম্পর্কে তিনি বললেন, আমাদের মেটালের সবই দেশে বিক্রির জন্য। এগুলোর মান ভালো এবং ৭ বছরের গ্যারান্টি দেয়া হয়। এখানে সরাসরি বিক্রি হয় না, অর্ডার নেয়া হয়। ইতিমধ্যেই শেরাটন ও সোনারগাঁও হোটেল থেকে আমরা অর্ডার পেয়েছি।

সাত্তার মেটালের বিপরীত স্টলটির নাম ইয়েলো পেজেস (প্রাঃ) লিঃ। এ স্টলে বিভিন্ন

ধরনের গাইড ও ডিরেক্টরি দেখা যাচ্ছে। ক্রেতারা গাইড নেড়েচেড়ে দেখছেন। অনেকে কিনছেন। এখানকার মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফজলুল হক চয়ন ও সুশীল কুমার বিশ্বাস জানালেন, ১০% ছাড় দেয়াতে বিক্রি ভালোই হচ্ছে। তারা জানালেন, বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রচার এবং ব্যবসা তথ্য ক্রেতাদের কাছে জানানোর প্রয়োজনেই তাদের এখানে স্টল নেয়া।

২.৩০: প্রদর্শনীতে মাত্র ২টি হ্যান্ডি-ক্রাফটের স্টল রয়েছে। 'ওয়াক্স লিরিকেল'। এর প্রধান নির্বাহী হাসিনা জাহান জানালেন, এখানকার পণ্যের দাম বেশি কিন্তু মান ভালো। বাংলাদেশে এর খুব একটা ক্রেতা নেই। প্রায় সবই যুক্তরাষ্ট্রে রাপ্তানি হয়।

২.৪৫ : আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেমস-এর কাউন্টারে বসে আছি। এখানে আছেন এ প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ গোলাম রসুল সেলিম এবং মীর মাইনুল হক। তারা জানালেন, এ কাউন্টার থেকে ক্যাটালগ বিতরণ, ঘোষণা ও র‍্যাফেল ড্র পরিচালনা করা হয়।

: র‍্যাফেল ড্র সম্পর্কে কিছু বলুন।

: এখান থেকে ৫ টাকার বিনিময়ে একটি র‍্যাফেল ড্র টিকেট কিনতে হয়। লটারি হয় দুইবার। একবার বিকাল ৩টায়, আবার রাত ৮টায়। পুরস্কার হিসেবে থাকে টি সেট, গ্লাস সেট, চায়ের মগ, বিস্কুটের প্যাকেট।

৩.০০ : কথা বলতে বলতেই কাউন্টারের সামনে ভিড় জমে গেছে। সেমস-এর কর্মীরা টিকেট বিক্রি করছে। টিকেট কিনছে সবাই। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একজন বলে উঠলেন, শেষ সময়ে ৪টা টিকেট ১০ টাকা করে বিক্রি করুন। এই ভিড়ে কে শোনে কার কথা! একজন গোঁফওলা লোকের সঙ্গে একটি পুচকে ছেলে রয়েছে। তাকে কোলে করে কাউন্টারের টেবিলে তোলা হলো। দশম পুরস্কারের নম্বর ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই এর দাবিদার টিকেট নিয়ে হাত তুললেন। সবার চোখে-মুখে হাসি-খুশি ভাব। একটি পুরস্কারের কোনো দাবিদার পাওয়া যাচ্ছে না। পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, এই শিশুটিকে দিয়ে দেন। প্রথম পুরস্কারের নম্বর (6578) ঘোষণা করার পর যিনি হাত তুললেন, তার দিকে তাকিয়ে সবাই অবাক হয়ে গেল। তিনি যে ঐ শিশুটিরই বাবা!

র‍্যাফেল ড্র : আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড

৩.৩০ : প্রথম পুরস্কার বিজয়ী পুরস্কার হাতে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছেন। নাম মিজানুর রহমান খান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাশ অফিসার। ডেমরা থেকে এসেছেন।

: কোনো কিছু কিনতে এসেছিলেন?

: বন্ধের দিন তো, শুনেছি এখানে একটা মেলার মত হচ্ছে। তাই ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছি।

: বেড়াতে এসে প্রথম পুরস্কার নিয়ে গেলেন?

: টিকেট কিনেছিলাম ২০টা। একটা লাইগা গেছে।

: প্যাকেটের ভেতরে কি আছে জানেন?

: জানি না। তবে যাই থাকুক, এটা সারা জীবন নিজের কাছে রাখব।

৩.৪৫ : ইনফরমেটিক্স স্টলের সামনে দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে ব্যাগ বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.০০ : ইনফরমেটিক্স স্টলটির সামনে মানুষের ভিড় বেড়েছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, এক্ষুণি র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবে। চিৎকার করে বলা হচ্ছে আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড বাকি। ভিড় দেখে মানুষের ভিড় আরো বাড়ছে।

৪.১৫: সী ওয়ার্ল্ড। এটা মূলত এক্যুরিয়াম, মাছের ওষুধ/খাদ্য, প্রবাল ও ফসিলের পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান। এর স্বত্বাধিকারী সাইফুদ্দিন যাকি বললেন, 'আমাদের মূল Concept হলো সার্ভিস দেয়া। আমরা মূলত এক্যুরিয়াম সার্ভিস দেই। এখানে স্টল নেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের সাথে পরিচিত হওয়া।'

একুয়ারিয়ামটির দাম কতো?

৪.৩০ : ডাটা প্রো কম্পিউটার আইটি এডুকেশন স্টলে বেশ কয়েকজন তরুণী। তারা দর্শনার্থীদের নানা বিষয় বোঝাচ্ছেন। স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ডাটা প্রো-এর টেকনিক্যাল প্রধান শ্রী নিবাস, সেন্টার ম্যানেজার আহমেদ ওয়াকিমুল বারী এবং মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ রহিম মালিক। বিদেশে প্রোগ্রামারের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভালো প্রোগ্রামার পাঠাতে পারছে না কেন? এর উত্তরে তারা বললেন, 'বাংলাদেশে আইটি এডুকেশন একটি নতুন বিষয়। সময়ের সাথে সাথে এদেশে অবশ্যই ভালো প্রোগ্রামার তৈরি হবে। আমরা শুরু করেছি মাত্র দেড় বছর

আহ্ ! প্রথম পুরস্কারটা পেয়েই গেলাম

আগে। প্রথম ব্যাচটা বের হতে আরো দেড় বছর বাকি। আশা করি আমরা ভালো আইটি প্রফেশনাল তৈরি করতে পারবো।' তারা আরো জানালেন, 'এক মাসের মধ্যে এখানে ভর্তি হলে সবাইকে একটা করে ফ্রি PC দেয়া হবে।'

৫.০০ : প্রদর্শনী কেন্দ্র এখন লোকে লোকারণ্য। মানুষ আসছে প্রচুর। অস্ট্রেলেশিয়া ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি স্টলে দু'জন বিদেশীকে দেখা যাচ্ছে। কথা হলো প্রোগ্রাম ম্যানেজার রবিন বেকারের সঙ্গে-

: অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে চাইলে আপনারা কি ধরনের সাহায্য করতে পারেন?

: আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ যদি এদেশে ডিপ্লোমা করে তাহলে সে অস্ট্রেলিয়াতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট পড়তে পারবে।

৫.২০ : দেশীয় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কানেক্ট বিডি কম। এই স্টলের সবকিছুতেই নীল শেড। স্টলে রাখা কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠছে বিচিত্র ছবি। কথা হলো এ প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং চীফ এক্সিকিউটিভ কামরুল হাসানের সঙ্গে-

: অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট চার্জ বেশি কেন?

: বাংলাদেশে ইন্টারনেট সার্ভে করা হয় টেলিফোনের মাধ্যমে। অন্যান্য দেশে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়। অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হলে চার্জ কমে আসবে।

৬.০০ : থুরাইয়া স্যাটেলাইট টেলিকমিউ-নিকেশন কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের যে কোনো স্থানে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে। তাছাড়া এতে ফ্যাক্স, ডাটা প্রসেসিং ইত্যাদি সুবিধাও থাকবে। ম্যানেজার সাইফ এ হোসেন জানালেন, এক মাসের মধ্যে এটা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। বাংলাদেশে এ সুবিধা এই প্রথম এসেছে বলে জানালেন তিনি।

৬.৩০ : ইন্সপিরেশন স্কুল অব ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি স্টলটির সামনে অনেক দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে আছে। স্টলে রাখা কম্পিউটারে ফ্যাশন ক্যাটওয়াক দেখানো হচ্ছে। মানুষ আগ্রহ নিয়ে তা দেখছে। এখানকার এক্সিকিউটিভ জাহাঙ্গীর করিম জানালেন, এ প্রতিষ্ঠান সিঙ্গাপুরের আইভিএস-এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স। প্রদর্শনী উপলক্ষে ১০% ছাড়ে ভর্তি করা হচ্ছে। এটি মূলত ফ্যাশন স্কুল।

৭.০০ : ডেমোক্রেসি ওয়াচ স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান। তার সঙ্গে কথা হলো-

: এই প্রদর্শনীতে কেন এসেছেন?

: বর্তমান সময়ে এগিয়ে যেতে চাইলে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের একটা সম্পর্ক হতে হবে। এ বিষয়টা আমি এখানে দেখতে এসেছি।

: বর্তমান প্রজন্মের প্রতি আপনার উপদেশ কী?

: তিনটি জিনিস জানা খুবই দরকার। ইংরেজি জ্ঞান, কম্পিউটার ও ড্রাইভিং জানা। দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে টাইলে মিগ, ফ্রিগেট না কিনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭.৩০ : ইমিগ্রেশন ল' কনসালট্যান্সি ব্যুরো (ILCB) স্টলের সামনে অনেক তরুণ-তরুণী। তারা নানা বিষয়ে জেনে নিচ্ছে এখান থেকে। বাংলাদেশ থেকে মূলত কানাডায় যাওয়ার যাবতীয় নিয়ম-কানুন তারা সহজে জানিয়ে দেয়। এখানকার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কনসালট্যান্ট রিয়াদ মাহমুদ জানালেন, কানাডায় যেতে চাইলে পাস করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ছাত্র হলে টোফেল, গ্রে, জি-ম্যাট করতে হবে।

৭.৪৫ : ইলেক্ট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় স্টল লিমো কোম্পানির। সাউন্ড স্পিকারে বাজছে আইয়ুব বাচ্চুর 'এখন অনেক রাত'। একটি টিভি স্ক্রিনে ইংলিশ সিনেমা দেখানো হচ্ছে। আরেকটি টিভি স্ক্রিনে ভেসে আসছে সপ্তম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন। মানুষ আগ্রহ নিয়ে শুনছে, দেখছে।

৮.০০ : সেমস কাউন্টারে দিনের শেষ র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সবার হাতে লটারি কুপন। ছোট্ট একটি মেয়ে বাক্স থেকে একটি লটারির টিকেট তুলল। সবাইকে বিশ্বাস করানোর জন্য বারবার লটারি টিকেটগুলো বাক্সের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখানো হচ্ছে। প্রথম পুরস্কার জিতে নিল ৬৮১৫ নম্বরধারী।

৮.১৫ : সময় শেষ, তাই আস্তে আস্তে সবাইকে প্রদর্শনী কেন্দ্র ত্যাগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্টল মালিকদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে, আগামীকাল শেষ দিন। তাই সকাল ৯টায় গেট খোলা হবে।

৮.৩০ : প্রদর্শনী কেন্দ্রের বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে এই মাত্র। শুধু সেমস কাউন্টারের কাছে একটি বাতি জ্বালানো আছে। দর্শনার্থীদের অধিকাংশই বের হয়ে গেছেন। স্টল মালিকরাও একে একে বের হয়ে যাচ্ছেন। শুধু সেমস-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে আছেন। স্টলগুলো সব ফাঁকা। কাল আবার প্রদর্শনী জমে উঠবে।

ডাটা প্রো-এর এক্সিকিউটিভগণ